(98)

তারিখ ... 27/8/83

পৃষ্ঠা ... 5 কলাম ... 1

C46

সংবাদ

ঢাকা : শনিবার, ১০ই ভাদ্র, ১৩৯০

সামান্য ভুল ?

রাজশাহী বোর্ডের এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার মেধা তালিকা থেকে এমন একজন ছাত্রের নাম বাদ পড়েছিল যে '৮১ সালের এস, এস, সি পরীক্ষায় পেয়েছিল প্রথম স্থান। রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের মেধাবী ছাত্র মোখতারুল ওয়াদুদের শুধু-মাত্র প্রথম বিভাগে পাস করার ব্যাপারটি সম্পর্কে তাই প্রশ্ন দেখা না দিয়ে পারেনি। যে ছাত্রটি এস, এস, সিতে হলো ফার্স্ট পরের পরীক্ষায় সে কিনা করবে সাধারণভাবেপাস—সন্দেহ সে ক্ষেত্রে সঙ্গতভাবেই আসে। এ নিয়ে চ্যালেঞ্জ যখন হলো তখন প্রকাশ পেলো বড় কলেংকারি। মোট ৭৮৩ নম্বর পেয়ে আসলে মোখতারুল ওয়াদুদই হয়েছিল পরীক্ষায় প্রথম। অথচ তার নামই মেধা তালিকা থেকে বাদ পড়ে স্থান পেয়েছে সাধারণ প্রথম বিভাগে। তার বদলে প্রথম বলে ঘোষণা করা হয়েছিল অন্য একজন ছাত্রকে, যে মোট নম্বর পেয়েছিল ৭৪৮। ফল ফের যাচাই হওয়ার পর এখন ওয়াদুদকেই প্রথম স্থান অধিকারী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এ সম্পর্কে বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা নাকি বলেছেন যে, তাদের ভুল হয়ে গেছে, কারণ তারাও যে মানুষ। তাদের মতে এটা ছিল নাকি একটি সামান্য ভুল। প্রশ্ন হলো, ভুলটি সামান্যই যদি হয় তাতে যে ক্ষতি হতে যাচ্ছিল তা কি সামান্য ?

যশোর থেকে খবর এসেছে এ ধরনের আর একটি ঘটনার। এ বছর যশোর বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের ছাত্র আবদুর রউফ সম্মিলিত মেধা তালিকায়, পঞ্চম স্থান পেয়েছে। কিন্তু ভুল করে গেজেটে তার নাম বাদ পড়ে স্থান পেয়েছে অন্য ছাত্রের নাম। এখানেও দেখা যাচ্ছে একই ধরনের ভুল।

ভুল মানুষেরই হয়, মানি। কিন্তু তার ফলে যখন মানুষের বড় সর্বনাশ হয়ে যায় তখন তাকে একটা সাধারণ ব্যাপার বলে মানা যায় কি করে ? পরীক্ষার ফল নিয়ে এজাতীয় ভুল নতুন নয়। এর আগে বেশ কয়েকটি ঘটনাই প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু ক'টি ঘটনাই আর প্রকাশ পায় ? প্রথম স্থান অধিকারী ছাত্র বলে এ ব্যাপারে সরাসরি চ্যালেঞ্জ হয়েছে। কিন্তু যেখানে সাধারণ পাস-ফেলের ব্যাপার সেখানে ক'টি ক্ষেত্রেই চ্যালেঞ্জ হতে পারছে ? সামান্য ভুলের ঘটনা এগুলো নয়। এর সাথে জড়িত থাকছে একটি ছাত্রের ভবিষ্যতের প্রশ্ন। পরীক্ষায় ভুল ফল প্রকাশের কারণে আত্মহত্যার ঘটনাও তো ঘটেছে।

এমন ভুলকে তাই সামান্য ব্যাপার বলে মেনে নেয়া যায় না। প্রথম স্থান অধিকারী ছাত্রের বেলায় যখন এমনটা ঘটতে পেরেছে, অন্যের বেলায় তখন কি ঘটছে—সাধারণের মনের এ প্রশ্ন দূর করার জন্য এ ঘটনাটির সুষ্ঠু তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। ভবিষ্যতে এ ধরনের ভুলের পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় সেজন্য প্রয়োজন রয়েছে ভুলগুলো শোধরানোর উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া, এমন 'সামান্য' ভুলে যে অসামান্য ক্ষতি হতে পারে, সেটার গুরুত্ব স্মরণে রেখেই ব্যবস্থা হতে হবে। কেবল ফলাফলের ব্যাপারেই নয়, বোর্ডের কাজে ভুলের কারণে আরো অনেক ধরনের ঘটনাই ঘটছে। ফল বের হওয়ার আগে পরীক্ষার খাতা আবিষ্কার হচ্ছে মুদি দোকান বা ফেরীওয়ালার ঝুড়ি হতে। উদোর পিণ্ডি চাপছে বুধোর ঘাড়ে, ক্ষেত্রবিশেষে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নিয়ে হচ্ছে নানা কেলেঙ্কারি। এর কোন্‌টি সামান্য ব্যাপার ? এগুলো শোধরানোর তাগিদ দীর্ঘদিন থেকে রয়েছে। তবে যে-ক্ষেত্রে একটি ছাত্রের ভবিষ্যতের প্রশ্ন সরাসরি-ভাবে জড়িত সেক্ষেত্রে আশু ব্যবস্থাই চাই। কর্তৃপক্ষ এসব ব্যাপারকে সামান্য বলে হাল্কা করার চেষ্টা না করে শোধরানোর জন্য কড়া ব্যবস্থা নিলেই ভাল করবেন।